প্রবন্ধ

শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন

শাহ্ আব্দুল হান্নান

মুসলিম উম্মাহর অবস্থা আজ খুব ভালো নয় তা সকলেই জানেন। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহর অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদ'আত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করেছে।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদ'আত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অশিক্ষা ও দারিদ্র্যতা বিরাজমান। এছাড়া উন্নয়নের দিক থেকেও তারা অনেক পিছনে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুব দুর্বল।

মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই– তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ গঠন করতে তাদের কী করা উচিত? একটি শক্তিশালী উম্মাহ গড়ে তুলতে অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাকে গড়তে হবে। আদর্শিক বিষয় দেখার পূর্বে এগুলো হলো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত। সব দেশেই নয়, অধিকাংশ দেশেই ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হচ্ছে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি– আমার স্কুল থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আমাকে কুরআনের বিশটি আয়াতও শিখানো হয় নি। আমি দশটি আয়াতও শিখি নি। আমি শিখি নি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী– যিনি আমাদের আদর্শ। তাহলে কি এ শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা আমাদের চাহিদা পূরণ করছে?

এটি পূরণ করছে না। স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা গড়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি জানি, এটি সময়ের ব্যাপার এবং এখানে আল্লাহ্‌র বিধান এবং অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িত। তাই সময় প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে হবে যেটি আমাদের সকল বস্তুগত চাহিদা পূরণ করবে, সভ্য-সুন্দর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সকল চাহিদা পূরণ করবে। একই সাথে এটি আমাদের ইসলামিক প্রয়োজন মিটাবে– যদিও বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই এ লাইনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু উম্মাহর কাছে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বৈষয়িক অগ্রসরতার জন্য, আমাদের দ্বীন-ধর্মের অগ্রসরতার জন্য, আদর্শিক উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। যদি চলমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ না করতে পারে তখন আমাদের দায়িত্ব হবে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা। ব্যক্তিগত পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই।

আমাদের অনেক কিছু করার আছে। এজন্য সকল মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। সকল মুসলিম অর্থনীতিবিদদের শক্তিশালী মুসলিম অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের সীমান্ত

পাহারা দিতে বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হতে পারি না। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ভালো কিন্তু এটি শুধু মুসলমিদের জন্যই নয়, সবার জন্য হতে হবে। অন্যরা যেখানে সশস্ত্র সেখানে আমরা মুসলিম বিশ্বকে নিরস্ত্র হতে বলতে পারি না।

যোগ্য উম্মাহ গড়ার কথা বলছিলাম। বস্তুগত বিভিন্ন দিকের মধ্যে কিছু বিষয়ের আলোচনা করেছি। সত্যিকার অর্থে আমাদের এ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে যে উম্মাহ নিজেই আগ্রাসনের শিকার, হুমকির সম্মুখীন। আজ আমরা জানি যে, অনেক পণ্ডিত সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমেরিকার একজন প্রধান পণ্ডিত হান্টিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমাদের কাছে ইসলামই পরবর্তী হুমকি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এর বিরুদ্ধে যে কোনো হুমকির অবসান ঘটাতে হবে।' যেন এটিই সভ্যতার সর্বোচ্চ সীমা, যেন এটিই শেষ কথা। আমরা পশ্চিমা সভ্যতাকে শেষ হিসেবে গ্রহণ করি না। শুধু হান্টিংটন নন, ফুকুয়ামা তার বই The End of History (ইতিহাসের সমাপ্তি)-তে বলেছেন যে, ইতিহাস তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছেছে। তিনি বোঝাচ্ছেন, সত্যিকার অর্থে সেকুলার গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ হলো শেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যেটি মানব সভ্যতা অর্জন করেছে। তাই কোনো নতুন কিছু আসবে না, কোনো ভালো কিছু আসবে না। এটিই ইতিহাসের সমাপ্তি। কিন্তু আমরা সেকুলারিজমকে শেষ অধ্যায় হিসেবে ধরে নিতে পারি না।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা আল্লাহর বিধানকে ভুলে গেছে এবং এটিই সমস্ত অনৈতিকতার মূল কারণ। আমরা পৃথিবীতে যা দেখি তাতে অধিকাংশ যুদ্ধ জাতিগতভাবেই হচ্ছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, আমরা যদি তা পছন্দ করি তবে ধর্মের ভিত্তিতে সংঘাত বন্ধ করতে পারি। সেকুলারিজমের কাছে আমরা নৈতিকতাকে ছেড়ে দিতে পারি না, আত্মসমর্পণ করতে পারি না, যা আল্লাহর বিধানকে ভুলিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ও পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম জাতির কাছে পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সবচেয়ে বেশি এবং মৌলিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। আমি মুসলিম জাতির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে বেশি বলা প্রয়োজন মনে করি না। পশ্চিমারা কী চায়? পশ্চিমারা চায় মুসলিম দেশসমূহ পশ্চিাদের নির্দেশগুলো মেনে চলুক। এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

যখন একটি মুসলিম দেশ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করতে যায় তখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তির প্রেসিডেন্টের টেলিফোনে নির্দেশ পায় যে, 'তুমি এটি করতে পারে না।' মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে অনেক বেশি নাক গলানো হয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেরকে তাদের নির্দেশসমূহ মানাতে চায়। যদি আমরা তাদের আদেশ জেনেও নিই– তারা কখনো মুসলমানদের ভালোর জন্য এবং ইসলামের ভালোর জন্য কোনো নির্দেশ দিবে না। আমি বলি না অন্যের ভালো বিষয়গুলো শুনবো না। আমাদের অন্যের ভালো জিনিসকে শোনা উচিত। কিন্তু আমরা পশ্চিামাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারি না। তারা আমাদেরকে তাদের সংস্কৃতির কাছে নত হতে বলে– যেটা সবচেয়ে অশোভন, অশ্লীলতাপূর্ণ ও মানবদেহ প্রদর্শনে ভর্তি। পশ্চিমা ভোগবাদী

সংস্কৃতিতে নারীদেরকে নোংরাভাবে ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষদের লালসার বস্তুতে পরিণত করা হয়। আমি জানি না মানব ইতিহাসে এরকম বাজে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কি না? তাদের পারিবারিক জীবন কমবেশি তিক্তকর, তাদের মাতা-পিতা অবহেলিত, আর না আছে তাদের শিশুদেরও নিরাপত্তা। সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতা তাদের সমাজে অবহেলিত এবং নিরাপত্তাহীন। বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রচুর সমস্যা হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা মাতা-পিতা দু'জনের যত্ন পায় না। সম্ভবত তারা অধিকাংশই একজনের অর্থাৎ মাতার যত্ন পায়। অথচ আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে শিশুদের মাতা-পিতা দু'জনের যত্ন পাওয়া উচিত। তারা কোনো কারণ ছাড়াই অথবা অর্থহীন কারণেই তাদের পরিবার ধ্বংস করে দেয়। বিবাহ ঐতিহাসিকভাবেই সুন্দর ব্যবস্থা। এটি পুরুষ বা মহিলা কারোর জন্যই ক্ষতিকর নয়। তারা এমন এক অবস্থায় এসেছে যেখানে সত্যিই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। তারা অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলতায় পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থনীতির দিকে আসা যাক। তাদের সত্যিকার লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ। তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির, তৃতীয় শ্রেণির, চতুর্থ শ্রেণির দেখতে চায়। তারা আমাদেরকে তাদের বাজার বানাতে চায়। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত: পশ্চিমা শক্তির আনুকূল্যে পরিচালিত। আমি তাদেরকে ভালোভাবে জানি। তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমার ভালোভাবে জানা আছে। তারা বেশিরভাগই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে কাজ না করে পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো, আসল হুমকি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। অন্যান্য চ্যালেঞ্জও সেখানে আছে; কিন্তু মূল এবং গূঢ় মৌলিক চ্যালেঞ্জ যেটি পশ্চিমাদের থেকে আসছে সেটি সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিবৃত্তিক। তারা অভিযুক্ত করছে এবং আমাদের বলছে যে, ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা সম্ভবপর নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া ভালো নয়। তারা বলছে যে, ইসলাম নারীর অধিকার দেয় না। আমি অবশ্যই দুঃখের সাথে বলবো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডে এটি প্রকাশ পায় যে, ইসলাম যেন মানুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার দেয় না। কোনো কোনো দেশের কোথাও কোথাও এর কিছু প্রকাশ আছে, যা এ ধারণার জন্ম দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের তা করা উচিত নয়। আমাদেরই ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়।

মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার ইসলামে খুবই গ্রহণযোগ্য। এর সমর্থনে আমি তিনটি মূল প্রমাণ উল্লেখ করবো। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের সংবিধান উলামা দ্বারা প্রণীত। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের সংবিধান যদিও উলামা দ্বারা তৈরি নয় তথাপি সকল দলের উলামা দ্বারা গ্রহণীয়। এ দুই প্রমাণ এবং ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখাগুলো যেমন– মুহাম্মদ আসাদ, আবুল আ'লা মওদূদী, হাসান তুরাবি, বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মরহুম আব্দুর রহীমসহ এরকম অনেকের লেখাগুলো। তাই আমি বলতে পারি, এসব দলিল যেগুলো উলামাদের দ্বারা প্রণীত অথবা তাদের দ্বারা সমর্থিত– পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ওপর একটি অধ্যায় আছে। ইরানের সংবিধানেও জনগণের স্বাধীনতার ওপর অধ্যায় আছে।

তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি আমার ছাত্রদের ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধান পড়িয়েছি। তাই আমি বলতে পারি যে, মুসলিম

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখা, গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের লেখা এবং ইরান ও পাকিস্তানের দুই সংবিধান প্রমাণ করে এবং পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নারীর অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সম্পর্কে OIC Declaration যেটি OIC ফিকাহ একাডেমি কর্তৃক অনুমোদিত তাও দেখা যেতে পারে। (১৯৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের শেফিল্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা হতে)।

লেখক : সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার